The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 121-134
ISSN 2306-3920, DOI :

আলকাপ গানের পরিবেশনায় সমাজ ভাবনার প্রতিফলন

ফাহিম মালেক*

[**সার-সংক্ষেপ:** আলকাপ বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের লোক-ঐতিহ্যের একটি ধারা। বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ অঞ্চলে এ গানের প্রচলন বেশি। আলকাপ একটি দলীয় ও মিশ্র প্রকৃতির সঙ্গীত প্রদর্শন। এতে নাচ, গান, কথা, ছড়া ইত্যাদির মিশ্রণ আছে। আলকাপের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে। সেই মতভেদের বিভিন্ন পর্যায়ে কেউ কেউ মনে করেন, আলকাপের সৃষ্টি গম্ভীরা থেকে। যদিও অনেক গবেষক আলকাপকে গম্ভীরার পূর্ববর্তী বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে উৎপত্তির বিচারে আলকাপের অবস্থান যেখানেই থাকুক ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয়। চৈত্রসংক্রান্তি কিংবা অন্যান্য সময়ের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আলকাপের পরিবেশনার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও আলকাপ দেখা যায়। আলকাপের মূল আকর্ষণ ছোকড়া নাচ ও গান। যাত্রা পদ্ধতির সংলাপ, গান আর অভিনয়ের মাঝে মাঝে দর্শকদের বিশ্রাম ও আনন্দ দেয়ার জন্য ছোকরারা নটীবেশে আসরে প্রবেশ করে। সুদর্শন বালকদের তালিম দিয়ে ছোকরা বানানো হয়। তারা খেমটা ও ঝুমুর জাতীয় নাচ-গানে বেশ দক্ষ। গ্রামের তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ছোকরারা এক ধরনের মাদকতা এনে দেয়। অন্যদিকে সঙদাররা ভাঁড়ামির মাধ্যমে লঘু হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকে। বিনোদনের পাশাপাশি নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে সমাজের দর্পণরূপে লোকসমাজের শ্রমজীবি মানুষের অন্তর্গত অনুভূতির ব্যাখ্যা করে। অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলকাপ গানের পরিবেশনা খুব বেশী দেখা যায় না। আলকাপ গানের বিভিন্ন গবেষণায় এর বিষয়-বৈচিত্র, আঙ্গিক, পরিবেশনারীতির নানাদিক তুলে ধরা হলেও লোকসমাজে এর কতটা প্রভাব এবং আলকাপ গানের পরিবেশনায় সমাজচিন্তার প্রতিফলন কতটা স্বার্থকরূপে চিত্রায়িত তা যেন অজানায় থেকে যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত বক্ষমান গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে আলকাপ গানের বিভিন্ন দলের পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ ও শিল্পীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ জীবনে আলকাপ গানের প্রভাব ও গুরুত্ব অন্বেষন করা হয়েছে। গবেষণায় আলোর প্রাদপ্রদীপের নীচে অন্ধকারের ন্যায় থাকা আলকাপ গানে সমাজ ভাবনার প্রতিফলনের নানাদিক তুলে ধরা গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

ভূমিকা

লোক-ঐতিহ্যের নানা আঙ্গিক বিস্তৃতরূপে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লোক-আঙ্গিক 'আলকাপ গান' গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী

* **ফাহিম মালেক :** সহকারী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এক নির্দশন। রাজশাহী অঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি হিসেবে 'আলকাপ গান' সকল শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আলকাপ গানের মূল কেন্দ্র হলেও নাটোর, নঁওগাসহ রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলেই এর পরিবেশনা দেখা যায়। আলকাপ গান কেবল বাংলাদেশের ভূ-সীমায় নয় বরং পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাঢ় বাংলার বীরভূম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আলকাপ গানের প্রচলন দেখা যায়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই লোক-আঙ্গিক আলকাপ নামে পরিচিত হলেও রাঢ় অঞ্চলে তা 'ছিচড়' বা 'ছ্যাচড়া' নামে পরিচিত (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৩)। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, স্বরস্বতীপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, পার্বণ, মেলা, এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানেও 'আলকাপ গান' পরিবেশিত হয়। মাঝে মাঝে ব্যাক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়ির আঙিনায় এর আয়োজন হয়। নৃত্য, গীত ও সংলাপে হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনায় সমাজের নানাদিক তুলে ধরা হয় আলকাপ গানের পরিবেশনায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্তসহ বছরের যে কোন সময় আলকাপ পরিবেশন করা হয়। বৈচিত্র্যময় সুরে গীতনির্ভর নাট্যমূলক উপস্থাপনায় সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত চলে এর পরিবেশনা। কিন্তু, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলকাপ গানের পরিবেশনা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ধর্মীয় কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা মেলা, পার্বনে একসময় এর আয়োজন পরিলক্ষিত হলেও বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। দুর্গাপূজা ও কালীপূজার অনুষ্ঠানে অঞ্চলভেদে কোথাও কোথাও এর পরিবেশনা দেখা গেলেও পূর্বের তুলনায় খুব অপ্রতুল। লোক-সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মতো আলকাপ গান শিল্পীদের মুখে মুখে রচিত বলে এর কোন কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে ক্ষেত্রসমীক্ষণের মাধ্যমে আলকাপ গানের শিল্পীদের সাক্ষাতকার গ্রহণকালে যতটা তথ্য মেলে তাই লিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলা ঐহিত্যবাহী ধারার অন্যতম আলকাপ গানের ইতিহাস অনুসন্ধানে বর্তমান সময়ের গবেষণা বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম।

আলকাপ গানের উৎস, উদ্ভব ও বিকাশ

'আলকাপ' শব্দটি নিয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত। *"আলকাপ আরবি শব্দজাত। এর অর্থ মস্করা, ঢং বা কৌতুক"* (ইসলাম, ২০০০:১৯)। তবে অভিধানের আলকাপ শব্দের পরিপূর্ণ কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না। 'আল' ও 'কাপ' এই শব্দ দুটির নানবিধ অর্থ লোকসমাজে প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ মনকির হোসেনের মতে, *"আল মানে হলো রং (রঙ্গ) আর 'কাপ' মানে হলো 'সঙ'। আলকাপ মানে যে 'কাপ' অর্থাৎ 'সঙ' এ 'আল'(রঙ্গ) কাটা হয়। 'কাটা' শব্দটি 'ছড়াকাটা' বা 'টিপ্পনিকাটা' অর্থেও ব্যবহার করা হয়"*(ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৩)। রাজশাহী অঞ্চলের আলকাপ শিল্পী হরিপদ সরকারও আলকাপ শব্দের অর্থে একই মত প্রকাশ করেন। তিনি "আল শব্দের অর্থ জমির সীমানা বা আল হিসেবে বিবেচনা করে 'আলকাটাকাপ' বা আলকাপ শব্দের প্রকৃত অর্থ দাঁড় করিয়েছেন সীমাহীন হাসি তামাশা বা অসংযত রঙ্গ রসিকতা হিসেবে"(হিমেল, ২০১৮:৩৬)। আলকাপ দলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নাচিয়ে ছোকরা ও কমেডিয়ান বা সঙাল যাদের অভিনয় নৈপুণ্যে ও হাস্যরসাত্মক ক্রিয়াকলাপে দর্শক বিমোহিত হয় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫:৪০)। আলকাপ নিয়ে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন তাঁর বাঙলা নাট্যকোষ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, *"বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম অঞ্চলের বিশেষ ধরনের নৃত্যগীত - রঙ্গ- কৌতুক ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাহিনি পরিবেশনা।"* (আল দীন, ১৯৯৮:৪৭)

আলকাপ শব্দের অর্থ ও এর উৎপত্তি নিরূপনে ভিন্নমতের বিষয়টি আলকাপ গান সংশ্লিষ্ট অনেকের মাঝেও স্পষ্ট নয়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপকে শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানের 'ইসলামী সংস্করণ' বলে উল্লেখ করেছেন। গম্ভীরা গান মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে আলকাপ গানে রূপান্তরিত হয়েছে (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৪)। তবে, গম্ভীরার সাথে আলকাপ গানের সম্পৃক্ততা থাকলেও

বর্তমানে ধর্মের সাথে এর কোন যোগ নেই। এ কারণে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানেও আলকাপ পরিবেশিত হয় (চক্রবর্তী, ১৯৯৫:৪১)। ড. সুকুমার সেন এর *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব থেকে ভগীরথী নদীর তীরে নদীয় শান্তিপুর অঞ্চলে খেউর গান নামে এক ধরনের আদিরসাত্মক প্রশ্নোত্তরমূলক গানের প্রচলন ছিল। কালক্রমে তা শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা উনিশ শতকে আরও ঢংযুক্ত ও মার্জিত হয়ে আখরাই গানে রূপান্তরিত হয়। আলকাপ গানের সাথে এই আখরাই গানের পরিবেশনায় যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে আখরাই গান বিবর্তিত হয়ে হাফ-আখরাই গানে পরিণত হয় যা আলকাপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৫)। আলকাপ শব্দটি নিয়ে শিল্পী, সরকার, বিশেষজ্ঞগণ ভিন্নমত প্রকাশ করলেও অধিকাংশ জনের প্রদেয় অর্থ যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। সকলের কাছে আলকাপ রঙ্গ-তামাশায় পরিপূর্ণ বিনোদনমূলক লোকনাট্য।

১৯৬৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত "নবাবগঞ্জ সাময়িকী" পত্রিকার এক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে গবেষক ড. মাজহারুল ইসলাম তরু উল্লেখ করেন যে, *'১৮৪৮ সালে ভবতরণ নামে জনৈক ব্যক্তি আলকাপ গানের প্রবর্তন করেন। ভবতরণের বাড়ী তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার মোনাকষা গ্রামে'* (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৭)। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ভবতরণের হাত ধরে আলকাপ গানের সূচনা হলেও তাঁর বন্দনা, খ্যামটা বা পালা ছিল অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য মোনকষার নাপিত বনমালী শীল বা বোবাকানাই বরেন্দ্র অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ আলকাপের প্রচলন করেন (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১৭)। যদিও এ নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্যান্য আলকাপ শিল্পীদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। তা সত্ত্বেও, আলকাপ গানের উৎপত্তি যে তৎকালীন মালদহ জেলার মোনকষা গ্রামে তা বিভিন্ন গবেষক ও শিল্পীদের দেয়া তথ্যে যথেষ্ট নির্দশন পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আলকাপ গানের যে রূপ তা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিকাশ লাভ করে।

আলকাপ গানের বিষয় ও আঙ্গিক

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, রুচিবোধ, ভাষা, আচারসহ নানা কারণে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে। সময়ের আবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপলক্ষের বিচিত্রতায় বিষয়ের পাশাপাশি আঙ্গিকগত তারতম্যও পরিলক্ষিত হয়।

গবেষকদের তথ্যমতে, *এদেশের এতিহ্যবাহী নাট্যধারার যে কোন একটি বিষয়ভিত্তিক আখ্যান পরিবেশনার মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাপর বিষয়ভিত্তিক আখ্যান যুক্ত হতে পারে। যেমন- রামায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেশনায় এদেশের অধিকাংশ শিল্পী-কুশীলব বা পালাকারগণ আসরে উপস্থিত মুসলমান ও খ্রীস্টার্ন দর্শক-শ্রোতাদের জন্য রাম চরিত্রের মাহাত্মের পাশাপাশি মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কিংবা খ্রীস্টার্নদের ধর্ম প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জীবনী মাহাত্ম্যকে উপস্থিত করতে ভুল করেন না।"* (জাকারিয়া, ২০০৮:৪৬)

অর্থাৎ, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনার ধারা থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কখনো কখনো একই পরিবেশানায় একাধিক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্ভর করে পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে আলকাপ গানে বিষয়গত পার্থক্য দেখা যায়।

তবে, গবেষকের মাঠপর্যায়ের জরিপ, তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণে প্রচলিত আলকাপ নাট্যের বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখিত শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

১. ধর্মীয় ও পুরাণবিষয়ক আলকাপ
২. ঐতিহাসিক বিষয় - সম্পর্কিত আলকাপ
৩. সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ভিত্তিক আলকাপ
৪. প্রেমবিষয়ক আলকাপ

৫. ব্যাক্তি পরিচিতিমূলক আলকাপ
৬. মিশ্র কাহিনি সংযোগে পরিবেশিত আলকাপ (ইসলাম, ২০০০: ৪১)

ধর্মীয় ও পুরাণ বিষয়ক আলকাপ

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজার বছরের ঐতিহ্যে পরিবেশিত অধিকাংশ নাট্যরীতির মধ্যেই ধর্মীয়, পুরাণ বিষয়ক কাহিনির প্রচলন দেখা যায়। আলকাপ গানের পরিবেশনাতেও তার দৃষ্টান্ত মেলে। আলকাপ গানের পরিবেশনার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় ও পুরাণ নির্ভর আলকাপের ধারা অব্যহত আছে। ধর্মীয় ও পুরাণ বিষয়ক কাহিনিতে সাধারণত হিন্দু দেব-দেবী, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহান ব্যক্তিদের ঘটনা স্থান পায়। ধর্মীয় ও পুরাণ বিষয়ক আলকাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - মনসার কাপ, রাধাকৃষ্ণের কাপ, মুয়াজ্জিনের কাপ, সর্প বিষয়ক কাপ ইত্যাদি। এ ধারার আলকাপ গানে মনসামঙ্গল বা চন্ডীমঙ্গলের দেব- দেবীর ঘটনা যেমন স্থান পায় তেমনি ইসলাম ধর্মের নবি-রাসুলদের জীবনী নিয়েও রচিত হয় আলকাপ। তবে, বিভিন্ন তথ্যসূত্র মতে, ইসলাম ধর্মের নানাবিধ কাহিনি নিয়ে রচিত আলকাপের থেকে সনাতন ধর্মের ঘটনার উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত আলকাপের সংখ্যা অধিক বলে গণ্য হয় (হিমেল, ২০১৮:৫৫)। তবে, আলকাপের কোন কোন পরিবেশনার বন্দনায় উভয় ধর্মের স্তুতিও দেখা যায়।

জয় জয় স্বর্গের দেবতা কি জয় . . . . ।
জয় জয় মা সরস্বতী কি জয় . . . . ।
জয় জয় ইসলাম ধর্ম কি জয় . . . . ।
জয় জয় হিন্দু ধর্ম কি জয় . . . . । (হিমেল, ২০১৮:৫৬)।

উল্লিখিত আলকাপের বন্দনার অংশে বিভিন্ন ধর্ম, লৈকিক দেবতা, দেশ, জাতিসহ বিভিন্ন স্তরের স্তুতি করা হয়েছে। এখানে দেবতা শিবের স্তুতির পাশাপাশি ইসলাম ধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নামও স্মরণ করা হয়। অন্যান্য দেব-দেবীর স্তুতির পর দেশ ও দেশের মানুষের মঙ্গলকামনার দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

বাংলার লোক সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃত্যমূলক আচার জীবনের অংশরূপেই বিবেচিত হয়। তাই, ধর্মীয় ও পুরাণ বিষয়ক আলকাপ গান বাংলার লোক সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ধর্মীয় ও কৃত্যমূলক আলকাপ গানের মধ্যে অন্যতম মনসার কাপ। দেবী মনসা ও চাঁদ সওদাগরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মনসার কাপের গল্প। এই পালার বন্দনা অংশটি উল্লেখ করা হল -

শুনেন শ্রোতা মহাজন
মনসা দেবীর কিছু করিব বর্ণন
নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক কথা
থাকবে কিছু গীতে গাঁথা
সেই গাঁথুনি করবো সমাপন
শুনেন শ্রোতা মহাজন।
চাঁদ নামের ছিল এক বণিক মহাজন
ম্যালাদিন ভৈর ছিল স্বর্গের ভিতর
স্বর্গের মধ্যে নাকি সবারই সুখ হয়
সেই কথা কহে কত জ্ঞানী গুণী ভাই।
কপালে তার সুখ সইলো না মনসার কারণে
চাঁদের উপর ক্ষেপা গ্যালো একদিন অকারণে।

অভিশাব দিলো তাকে মর্তে জরম লিব্যার
চাঁদ কহে আমি পূজা করবোনা তোমার (ইসলাম, ২০০০:৪৯)।

উপরে উল্লিখিত অংশটিকে বন্দনার একটি খন্ড বলা যেতে পারে। মনসার কাপ - এ বন্দনার অংশে কাহিনিটি সংক্ষিপ্ত আকারে দর্শকদের কাছে তুলে ধরা হয়। দেবী মনসার সাথে চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে এরই সূত্র ধরে মনসার অভিশাপে চাঁদ সওদাগরের বিপর্যস্ত জীবনের নানা বিষয় উঠে আসে এই বন্দনায়। আলকাপ গানের এই অংশ থেকে দর্শক পালা সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা লাভ করে। সাধারণত বন্দনা অংশটি সরকার নিজেই পরিবেশনা করেন। কখনো পদ্যাকারে, কখনো তাল-লয়, কখনো ছন্দের মাধ্যমে এটি পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য যে, আলকাপ গানের বন্দনা অংশে তিনটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান - জয় বন্দনা, আসর বন্দনা, ছড়া বন্দনা। উপরে উল্লেখিত বন্দনাটি ছড়া বন্দনার অংশ।

বাংলাদেশে আলকাপ গানের পরিবেশনায় ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে পালা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরাণনির্ভর পালার সংখ্যা বেশি বলেই গণ্য হয়। সনাতন ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক আলকাপ গানের প্রচলন খুব অপ্রতুল। তবুও এ বিষয়ক কিছু পালা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম একটি পালা মুয়াজ্জিনের কাপ। ভাটোপাড়ার একটি মসজিদের মুয়াজ্জিনকে ঘিরে পালার গল্পটি আবর্তিত হয় (হিমেল, ২০১৮:৭২)। ধর্মীয় ও পুরাণ বিষয়ক আলকাপ গান বাংলার সাধারণ সমাজে ঈদ কিংবা বিভিন্ন পূজা - পার্বণে পরিবেশিত হয়।

ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কিত আলকাপ :

ধর্মীয় ও পুরাণ নির্ভর নাট্যধারার পাশাপাশি ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে পরিবেশিত পালার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক পালা রচনাকালে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা বিষয় নিয়ে ধারণা থাকা আবশ্যকীয় বিষয় বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আলকাপ শিল্পীদের অধিকাংশই যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় তাই তাদের পক্ষে তা প্রত্যাশা করা যথার্থ নয় (হিমেল, ২০১৮:৮৩)। তবে, অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনা যা ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত তা গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছেই পরিচিত। আলকাপ শিল্পীগণ তাই সাধারণ মানুষের জন্য শিশুকাল থেকে লোকমুখে শোনা প্রচলিত গল্প, কাহিনি থেকে রচনা করেন ঐতিহাসিক বিষয়ভিত্তিক আলকাপ।

তেভাগা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে এমন এক ধরনের আলকাপ রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত যা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' কাপ নামে পরিচিত। তেভাগার দাবিতে উত্তরবঙ্গের আন্দোলন প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন রাজশাহী অঞ্চলের নাচোলে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক-শ্রমিক নেতৃত্বে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ ও নাচোলে তেভাগার দাবীতে হিন্দু-মুসলমান চাষী ও সাঁওতালদের তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলন নিয়ে রচিত বন্দনা ছড়া নিচে উদ্ধৃত হলো :

বন্দনা ছড়া: সাঁওতাল বিদ্রোহ

নবাবগঞ্জের সাঁওতালি আন্দোলন
শুনেন শ্রোতা সর্বজন
সাঁওতাল জাতি কর্মঠ অতি
বিশ্বস্ততায় সত্যবাদী
মিথ্যাবাদী হয় তাদের দুশমন
এই আন্দোলনের কথা শুনলে
শরীরের লোম হইয়া যায় খাঁড়া
সাঁওতাল বিদ্রোহের নামে আন্দোলনের ধারা (ইসলাম, ২০০০:৪২)

সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহসহ অন্যান্য আন্দোলনের কাহিনিকে উপজীব্য করে অসংখ্য ঐতিহাসিক আলকাপ পালা পরিবেশিত হয়। এ ধরনের আলকাপ সাধারণ দর্শকদের যেমন উদ্দীপ্ত করে তেমনি ইতিহাসের করুণ ঘটনা তুলে ধরে দর্শকদের আবেগে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। দর্শক পালার সাথে তা একাত্ম হয় উপভোগ করে।

সামাজিক ও পারিবারিক বিষয় ভিত্তিক আলকাপ:

বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে বর্তমানে যে ধরনের আলকাপ পালা পরিবেশিত হয় তার অধিকাংশ সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় এ জাতীয় পালায় সন্নিবেশিত হয়। অন্যায়, অনাচার, নানাধর্মী অসঙ্গতি, সমাজের রীতি-নীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি নানা ভঙ্গিমায় দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সমাজের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি পারিবারিক পর্যায়ের অসংখ্য বিষয়ও উপস্থাপন করা হয় আলকাপে।

পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত আলকাপের অধিকাংশ পালা হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিমায় পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় পরিবেশিত এ জাতীয় পালা কেবল সামাজিক ও পারিবারিক অসঙ্গতিগুলোই তুলে ধরে না বরং সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত হওয়ার দিক নির্দেশনা দেয়। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ক অসংখ্যা আলকাপ পরিবেশিত হয়। এ অঞ্চলে প্রচলিত ধারার আলকাপের মধ্যে দেবর-ভাবীর কাপ অত্যন্ত জনপ্রিয়। পালার কাহিনিতে দেখা যায়, এক পিতা তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক কষ্টে দুই সন্তানকে লালন-পালন করে। বৃদ্ধ বয়সে পিতা বুঝতে পারে যে, বুদ্ধিমত্তায় তার ছোট ছেলে বড় ছেলে অপেক্ষা কম। পিতার মৃত্যুর পর ছোট ছেলে নিজে কিছু করে জীবনধারণ করতে পারবে কিনা - এ কথা ভেবে সে চিন্তায় পড়ে। তাই ছোট ছেলে ভুলু ও বড় ছেলে কালুকে ডেকে ঘাটের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অন্যত্র যাবার নাম করে কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যায়। এর মধ্যে ঘরে আসে বড় ভাইয়ের নতুন বউ। বৌদিকে পেয়ে ছোটভাই ভুলু সব ভুলে যায় এবং তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখান থেকেই দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দেবর-ভাবীর পালা যা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু হয় (হিমেল, ২০১৮:৯৩)।

পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব ছাড়াও সমাজের অসঙ্গতি নিয়েও আলকাপ পরিবেশিত হয় যা সাধারণ মানুষদের সচেতন করে তোলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে যৌতুক একটি ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও দেশের অধিকাংশ স্থানেই এর প্রচলন দেখা যায়। সকলেরই অভিমত, সমাজের সাধারণ মানুষদের সচেতন করার মাধ্যমেই কেবল যৌতুকপ্রথা বন্ধ করা যায়। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে আলকাপ গান যৌতুকের বলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যাক্তি পরিচিতিমুলক আলকাপ:

যে শ্রেণির আলকাপে বিখ্যাত কোন ব্যাক্তি যেমন: কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সেবক, দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাক্তিদের জীবনী, দর্শন, সাফল্য ইত্যাদি তুলে ধরা হয়, এ ধরনের আলকাপ ব্যাক্তি পরিচিতিমূলক আলকাপ বলে বিবেচনা করা হয় (ইসলাম, ২০০০:৫৭)। যেমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামে জন্ম অথবা প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলকাপ হলে তাদের জীবনী, সাহিত্যচর্চা, রচনাশৈলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বর্তমানে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় প্রচলিত ব্যাক্তি পরিচিতিমূলক আলকাপের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কাপ খুবই জনপ্রিয় (হিমেল, ২০১৮:১২৭)। নিম্নে তার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো -

চোখের জলে বুক ভেসে যায়
গান্ধী মরণে
ও সে, দিনের প্রদীপ নিভায়ে গেল
এই পূর্ণস্থানে।
আজ তিনি যদি থাকতেন ভবে
দেখিতাম গো আমরা সবে
সেধিতাম তাহার পদে আমরা
তোমরা সব জনে
চোখের জলে বুক ভেসে যায়
গান্ধী মরণে (হিমেল, ২০১৮:১৩১)।

উপর্যুক্ত আলকাপের মতো বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে রচিত হয় আলকাপ যা সরকার নিজেই রচনা করেন।

প্রেম বিষয়ক আলকাপ:

মানব-জীবনে প্রেম চিরন্তন। শিল্প-সাহিত্যে প্রেম যেন এক অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আলকাপ গানেও এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রেম নিয়ে সাধারণ দর্শকরাও আগ্রহী বলে আলকাপ দলের সরকার এ বিষয়ে পালা রচনা করেছেন।

প্রেম নিয়ে অসংখ্য পালা রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পশ্চিবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে পরিবেশিত হয়। প্রেমবিষয়ক উল্লেখযোগ্য পালার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কাপ, রাধা-কৃষ্ণ কাপ, দুই সতীনের কাপ, আমপাড়া কাপ। প্রেমবিষয়ক অধিকাংশ পালায় মূল আখ্যানের সাথে বন্দনা, আসর বন্দনা, ছড়া, খ্যামটার পাশাপাশি হাস্যরসাত্মক ঘটনার সন্নিবেশ থাকে। প্রেম বিষয়ক আলকাপের প্রচলিত কিছু খ্যামটা তুলে ধরা হলো -

খ্যামটা

আমি রসের কথা কইবই
আমি রসের কথা কইবই
বসি কও ভাবিলাম
দেখা দেওনা মনের কথা
মনেই রাখিলাম।
আমি রসের কথা কইবই
আরে বাহা! বাহা! বাহা! বাহা! (হিমেল, ২০১৮:১১০)।

আলকাপ গানের পরিবেশনারীতি

আলকাপ গানের পরিবেশনা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে। ধর্মীয় কৃত্যমূলক আয়োজনের পাশাপাশি মেলা-পার্বন, নবান্ন-অন্নপ্রাসন, বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলকাপের আয়োজন দেখা যায়। আলকাপের পরিবেশনা অত্যন্ত সরল। লোক-ঐতিহ্যে লালিত সঙ্গীত, নৃত্য, সংলাপ নির্ভর একটি পরিপূর্ণ নাট্যক্রিয়া (হিমেল, ২০১৮:১৬৩)। আলকাপ পরিবেশনার জন্য বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজন হয়না। যে কোন খোলা স্থান নির্বাচন করেই আলকাপ পরিবেশিত হতে পারে। আলকাপের মঞ্চায়নের স্থান থেকে কিছুটা দূরে আলকাপের সাজঘর থাকে। তবে আলকাপ মঞ্চায়নের সময় এই সাজঘর খুব একটা প্রয়োজন হয় না। কেননা, পালা শুরু করার পর সাজসজ্জার কোন বিশেষ কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। দর্শকদের সামনে কিছুটা জায়গা রেখে আলকাপে অংশগ্রহণকারী কলাকুশলী, সরকার, ছোঁকরা

সকলেই বৃত্তাকারে বসে। বাদ্যযন্ত্রীরাও একই স্থানে আসন গ্রহণ করে। বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে একজন হারমোনিয়াম বাদক, তবলা বাদক ১ জন, জুড়ি বাদক ১ জন, কাইপ্যা ১ থেকে ২ জন, দোহার ৩/৪ জন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিবেশিত আলকাপ পালার ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ পালার পরিবেশনাস্থল বাড়ির উঠান কিংবা খোলা মাঠ।

আলকাপের সময়:

বছরের বিশেষ কোন সময়কে নির্ধারণ করে আলকাপ পরিবেশিত হয়না। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, ঈদ কিংবা ধর্মীয় যে কোন আয়োজনে আলকাপ পরিবেশিত হতে পারে। যেহেতু খোলা স্থানেই আলকাপের পরিবেশনা হয়ে থাকে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষাকালকে উপেক্ষা করা হয়। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে আলকাপ পরিবেশনা করা হয়। সাধারণত সন্ধ্যার পর শুরু হয় পালা। ২ ঘন্টা থেকে শুরু করে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলে এই পালা। কখনও কখনও রাত ৯ টার দিকে পালা শুরু হয়ে ভোরের সূর্যদয়ের পূর্ব পর্যন্ত চলে আলকাপের পরিবেশনা (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১১৭)।

পরিবেশনা:

আলকাপের পরিবেশনায় মোট ৬টি ধাপ রয়েছে-

১. জয়
২. আসর বন্দনা
৩. দেশ বন্দনা
৪. খ্যামটা
৫. ফার্স
৬. আলকাপ পালা (ইসলাম, ২০০০:৩২)

জয় বন্দনা: আলকাপের শুরুতেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে কানসার্ট বা মিউজিক বাজানো হয়। এর মাধ্যমে মূল আসরকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। কনসার্ট বাজানোর মাধ্যমে দর্শকদের পালা শুরুর ইঙ্গিত দেয়া হয়। কনসার্টের পর শুরু হয় জয়বন্দনা। এ পর্যায়ে সকলেই জয়সূচক জয়বন্দনা করে। কখনও কখনও একজন মূলগায়েন এর কাজ করে। জয়বন্দনায় দেবী সরস্বতীসহ অন্যান্য দেবদেবীর নাম স্মরণ করা হয়। এরপর সাধক তানসেন, দলের সরকার, দীক্ষাগুরু এবং বিভিন্ন ওস্তাদের নাম স্মরণ করা হয়।

আসর বন্দনা: বাংলা ঐতিহ্যবাহী সকল নাট্যেই বন্দনা একটি অপরিহার্য অংশ। সৃষ্টিকর্তা, বিভিন্ন দেব-দেবী, পির-দরবেশ, ওস্তাদ কিংবা গুরু সবাইকে স্মরণ করে পালার বন্দনা করা হয়। আসরে উপস্থিত কলাকুশলী, দর্শক ও অন্যান্য সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। কোন কোন বন্দনায় কৃত্যমূলক আয়োজনও থাকে। আলকাপ পালাতেও বন্দনা পরিলক্ষিত হয়। তবে, পরিবেশ ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বন্দনাও ভিন্ন হতে পারে। এখানে একজন সরকার বন্দনায় প্রধান গায়েন হিসেবে থাকেন এবং অন্যরা সমবেত সুরে গান বা ধুয়া ধরেন।

দেশ বন্দনা: আসর বন্দনার পরবর্তী ধাপ দেশ বন্দনা। এই অংশে দেশ সম্পর্কিত গান পরিবেশনা করা হয়। দেশের নাম স্মরণ করে সরকার গীত উপস্থাপন করেন। এর মাধ্যমে সাধারণ দর্শকের মাঝে দেশাত্মবোধের চেতনা জাগ্রত হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিভিন্ন রীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

ও হামার স্বদেশ বাংলা
রূপে রূপে অপরূপা শষ্য শ্যামলা

তোর প্যাটে মা জনম লিনু
ছাতির তনের মধু পিনু
কোলের দোলে আঁচল পাইতা
নিদ পাড়ায়ে কি সুখ দিলা (হিমেল, ২০১৮:৫৬)।

খ্যামটা:

দেশ বন্দনার শেষ হলে কনসার্ট চলতেই থাকে। এই সময় সরকার পেছনে বসে থাকা দোহারের কাছে গিয়ে অবস্থান নেয়। দোহারদের কাছে বসে থাকা ছোকরারা নাচের প্রস্তুতি নিয়ে কথপোকথন আরম্ভ করে এবং অবশেষে নৃত্য পরিবেশনার জন্য দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়। আলকাপের এই অংশটি হাস্যরসাত্মক। ছোকরাদের নৃত্যে শৃঙ্গার রস যুক্ত হয় যা দর্শকদের বিনোদন প্রদান করে। ছোকরারা গানটি ধরে এবং তার সাথে দোহারের দলকেও সম্পৃক্ত করে। সাধারণত দোহার দল যখন ধুয়া ধরে তখন ছোকরার নৃত্যে ভিন্নতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে ছোকরাদের যে নৃত্য থাকে তা ধুয়া ধরার সময় অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে ওস্তাদের রচনা ও সুরে খ্যামটা নাচের একটি গান তুলে ধরা হলো -

আমি মন দিয়ে মন হারাইলাম
মন তো পেলাম না গো
আমি তার মন তো পেলাম না।
আমি জীবন যৌবন সবই দিলাম গো
ও সে ফিরে চাইলো না।
আমি এ কূল ও কূল দুকূল হারা
ইয়নে বহিছে ধারা
আমি হইলাম ঘর ছাড়া
আমার ঘরের নাই যে ঠিকানা (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:১২৪)।

ফার্স:

আলকাপে ফার্স বা দ্বৈত সঙ্গীত একটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পরিবেশনা। দুজন অভিনেতা (একজন পুরুষ ও একজন নারী চরিত্র) যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গান ও সংলাপের মাধ্যমে এই অংশটি পরিবেশনা করে। সাধারণত খ্যামটা নাচের শেষে ছোকরার সাথে ফার্সে অংশ নিতে মঞ্চে আসে

কাইপ্যা যিনি আলকাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ছোকরা এবং কাইপ্যা দুজনের কথোপকথন, যুক্তি-তর্ক, নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এগিয়ে যায় পালা। কখনও কখনও দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার অবতারণা ঘটে যা মিলনাত্মক পরিস্থিতির মাধ্যমে শেষ হয়। দুজনের কথোপকথন গান ও সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। ফার্সের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বৈতসঙ্গীতও পরিবেশনা করে। আলকাপের এই অংশ বিষয়বস্তুতে পারিবারিক বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সামাজিক বিষয়াবলি স্থান পায়। গানের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিমাও যুক্ত হয়। কাইপ্যা চরিত্রের অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শকদের মাঝে হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

আলকাপ পালা :

বন্দনা, খ্যামটা, ফার্স বা দ্বৈত সঙ্গীতের পর শুরু হয় আলকাপের মূল পালা। আলকাপের এই অংশের প্রায় অধিকাংশই নাট্যমূলক। নৃত্য-গীত, ছড়া, বর্ণনা, সংলাপের মাধ্যমে এগিয়ে চলে পালা। আলকাপ নৃত্য-গীত, সংলাপের মাধ্যমে কাহিনি আবর্তিত হলেও কখনও কখনও বর্ণনার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। অভিনেতা নিজেই চরিত্র থেকে বর্ণনাকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অন্যান্য রীতিতেও এই ধারার প্রচলন আছে। আলকাপে বিভিন্ন বিষয়ে পালা পরিবেশিত হয়। বিষয়ভিত্তিক পালার এই অংশে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই এগিয়ে চলে ঘটনা। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে পরিবেশিত পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পালার নাম প্রদত্ত হলো:

১. স্বামী-স্ত্রীর কাপ
২. দেবর-ভাবীর কাপ
৩. ভাই-ভাইয়ের কাপ
৪. শাশুরী-বউয়ের কাপ
৫. রামলীলা কাপ
৬. চোর ধরা কাপ
৭. আমপাড়া কাপ
৮. সর্প বিষয়ক কাপ
৯. মুয়াজ্জিনের কাপ

আলকাপ গানে সমাজ-ভাবনা

আলকাপের বিষয়বস্তুর উপকরণ আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকেই আহরিত। কেবল ধর্মীয় কৃত্য কিংবা বিনোদনই নয়, আলকাপ সমাজের বিভিন্ন চিত্র কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরে। বাংলা লোক-ঐতিহ্যের অসংখ্য রীতি কেবল পরিবেশনার চমৎকারিত্বে গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের জীবনে

বিনোদন প্রদান করে না বরং সমাজের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যায় হয়ে ওঠে সামাজিক (লিপন, ২০১০:২২)। শ্রেণি-বৈষম্যে বিভাজিত সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব চিত্র কৌশলে তুলে ধরা হয়। সেই সাথে সমাজের নানা অসঙ্গতিও হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয় আলকাপে। শোষিত, নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষ শোষক শ্রেণি থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার মানসিকতা ও সামর্থ কোনটাই থাকে না। নিরাপত্তার ভয়ে কখনও কখনও প্রতিবাদ করতেও ভুলে যায় তারা। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলেও আলকাপের মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা অকপটেই উচ্চারিত হয়। সমাজের অন্যায়-অত্যাচরের চিত্র আলকাপে বন্দনা, ফার্স, ছড়া ও পালার মাধ্যমে সকলের সামনে ভিন্নভাবে তুলে ধরে।

গ্রামীণ সমাজে দারিদ্রের আঘাতে নিপীড়িত মানুষ স্থানীয় মহাজন বা প্রভাবশালীর হাতে নিয়ন্ত্রিত। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, অসুখ-বিসুখসহ বিভিন্ন সমস্যায় গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রায়ই মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে টাকা ধার নেয়। অভাবগ্রস্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ সঠিক সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে তার বিনিময়ে তাকে উচ্চমূল্য দিতে হয়। কখনও কখনও জমি, বসতবাড়ি, ক্ষেতের ফসল, গবাদিপশুও আত্মসাত করতে কুণ্ঠাবোধ কওে না মহাজন। অনেক ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের সুযোগে নারীর সতীত্ব হরণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। আলকাপে 'সতী নারী' পালায় এমন চিত্র ফুটে ওঠে -

পল্লীবধূ : শুনো হে মহাজন
বাঁচে না ছেল্যার জীবন
কিছু টাকা ধার দিব্যা আমারে?

মহাজন : আরে, বলো বলো ও সুন্দরী
কতো লিব্যা ধার
আমার তো এ হলো কারবার
যত লিব্যা ল্যাও না,
ফেরত তো লিবো না
হামি থাকতে অভাব কি তোমার
হামার তো এ হৈল কারবার

পল্লীবধূ : কি কথা বলিশ মহাজন
কেমন তুমার এই রীতি
এবার মুখ সামলিয়ে কথা বলো
নইকো অসতী হে
ঝকমারি তুমার টাকাকড়ি
ঘুরে ফিরে চললাম বাড়ী
(ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:৮৬)

আলকাপ পালার উপরিউক্ত অংশবিশেষ পর্যবেক্ষণ করলেই সমাজের একশ্রেণির মানুষের চিত্র স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। পল্লীবধূর শুরুর সংলাপের মাধ্যমে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার একটি বাস্তবচিত্র ফুটে ওঠে। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করা বিষয়ে মহাজনের মনোভাবও প্রকাশ পায়। মহাজনের অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদী উচ্চারণের মাধ্যমে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করে পালার পল্লীবধূ। উল্লেখিত পালার রচয়িতা গ্রামীণ সমাজের বাস্তবচিত্রই যেন চিত্রায়িত করেন এই পালার মাধ্যমে কেননা, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘটে যাওয়া এমন ঘটনা কারও কাছেই অপরিচিত নয়। অর্থের

প্রলোভনে সাধারণ মানুষকে সর্বশান্ত করার প্রয়াস প্রভাবশালী মহাজনদের নিত্যকাজ বলেই দেখা দেয়। গ্রামীণ সমাজে ঘটে যাওয়া এমন একটি ঘটনাকে আলকাপের মাধ্যমে তুলে ধরে একশ্রেণির মুনাফালোভী মানুষকে একজন প্রতিবাদী নারীর মুখোমুখি করে যিনি অভাব অনটনেও অর্থের লোভে পরাস্ত না হয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। এই ঘটনা গ্রামীণ সমাজের অসংখ্য নারীকে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার শিক্ষা দেয়।

যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত। বরেন্দ্র অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। যৌতুকপ্রথা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী মানুষের কাছে অভিশাপরূপেই গণ্য হয়। যৌতুকের কারণে অসংখ্য পরিবারে বিচ্ছেদের সুরই কেবল বেজে ওঠেনা কখনও কখনও জীবন বিসর্জনের ঘটনাও ঘটে। গ্রামীণ জীবনের ভয়াবহ এই প্রথার বাস্তব চিত্র আলকাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে পরিবেশিত জনপ্রিয় 'যৌতুকের বলি' পালায় যৌতুকের ভয়াবহতার করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়।

এই পালায় দিনমুজর সলিমের মেয়ে রাহেলার সাথে বাবু ঘরামির ছেলে রহিমের বিয়ে হয়। রাহেলার বাবা বিয়ের সময় কোন যৌতুক দিতে পারেনি। বিয়ের দুই বছর অতিক্রান্ত হলে রহিম রাহেলাকে বাবার বাড়ি গিয়ে যৌতুকের টাকা আনার জন্য বলে। রাহেলা তার বাবার অবস্থা বিবেচনা করে যৌতুক আনতে অস্বীকৃতি জানায়।

রহিম : রাহেলা তুমি বাপের বাড়ী যাও
সবাই যতুক দ্যায়
সব জাঁওই পায়
হামার চাহা কি অন্যায়
তিন হাজার টাকা আন্যা দ্যাও।

রাহেলা : বাপুকে কোহেছিনু
তোমার জাঁওই টাকা চায়
কুনঠে টাকা পাবো ব্যাটা
বাপু কহে
টাকা ব্যাগোর ঘরখানটা
ভালো করতে পারিন্যা (ইসলাম ও বড়াল, ২০২০:৪৪)।

এদিকে রহিমের অন্য এক মেয়ে ফিনিদের বাড়ীতে যাতায়াত বেড়ে যায়। এভাবে প্রতিদিন রহিম ও ফিনির মেলামেশায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কিছুদিন পর রহিম বিয়ে করে ঘরে আনে ফিনিকে। রাহেলা ঘর থেকে বের হয়ে অন্য একটি ঘরে থাকার জন্য নির্দেশ করে। রাহেলা শিশুকন্যাকে সাথে নিয়ে মাদুর বিছিয়ে সেই ঘরে থাকে আর রহিম ফিনিকে নিয়ে নিজ ঘরে যায়। এই দৃশ্য দেখে রাহেলার বুক ফেঁটে যায় যা সে সহ্য করতে পাওে না। তারপর, সবকিছু থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

পালার এই কাহিনিটি রহিম, রাহেলা কিংবা ফিনির হলেও গ্রামবাংলার অসংখ্য পরিবারে প্রতিনিয়ত এই চিত্রেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে যৌতুকপ্রথা অভিশাপরূপেই হানা দেয়। একটি পরিবারে কন্যাশিশু জন্ম নেয়া মানেই যেন দুশ্চিন্তার গভীর সাগরে পতিত হওয়া। মেয়েকে কী করে বিয়ে দিয়ে ভালো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করবে তাই নিয়ে দিন-রাত নির্ঘুম কাটায় পিতা-মাতা। সমাজের এই বাস্তব চিত্র নাটকীয় ভঙ্গিমায় আলকাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ দর্শক যৌতুকপ্রথা বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি জনমত তৈরি করার সাহস দেখায়। যারা যৌতুকের বিষয়ে আগ্রহী তারাও সচেতন হয়ে ওঠে।

চোর্যবৃত্তি সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব নমুনা দেখা যায়। চোরদের উৎপাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে জীবনধারণ করে। ঘরে রক্ষিত অর্থ, মূল্যাবান সামগ্রী এমনকি তৈজষপত্রও রক্ষা পায় না চোরদের হাত থেকে। অন্যের ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করার বিষয়টি কিছু মানুষের পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করা এই চুরির বিষয়টি নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্যা আলকাপ পালা। তবে, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় জনপ্রিয় আলকাপের মধ্যে অন্যতম স্বামী-স্ত্রীর কাপ। সংসার-জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, অভিমান, বিবাদসহ নানা বিষয় নিয়ে পরিবেশিত স্বামী-স্ত্রীর কাপ। পারিবারিক জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত হাস্যরসাত্মক মুহূর্ত সৃষ্টি হয় তা প্রকাশিত হয় এই পালায়। সংসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অন্যের প্রতি নানা বিষয় নিয়ে অভিযোগ করে। এমনি এক অভিযোগ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর। স্বামী তাকে সময় না দিয়ে সারাদিন বাইরে ঘুরে রেড়ায়। এমকি ঘরে প্রয়োজনেও তাকে পাওয়া যায়না। এ নিয়ে স্ত্রী নানান কাছে অভিযোগ জানায়। নানা ঘরে এসে স্বামী ও স্ত্রীকে সামনে এনে তার বিচার করে। আলকাপের এই পালায় উপস্থিত তিন চরিত্রের কথপোকথন অত্যন্ত হাস্যরসাত্মক হওয়ায় তা সাধারণ দর্শকদের কাছে দারুণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এই পালার মাধ্যমে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র ফুটে ওঠে।

আলকাপের বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় পালা। সমাজে ঘটে যাওয়া সে সকল ঘটনা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে বা যে অসঙ্গতিগুলো মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তা নৃত্য, গীত, সংলাপের মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরে।

যৌতুকপ্রথা থেকে শুরু করে পারিবারিক পর্যায়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেও আলকাপ রচিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের এ সকল ঘটনা আমাদের সমাজেরই চিত্র। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কিরূপ সংকট সৃষ্টি হয় তাই আলকাপের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আলকাপ পালার প্রতিটি বিষয়ই সমাজের চারিধারে ঘটে যাওয়া ঘটনারই প্রতিফলন।

উপসংহার

"আলকাপ গানের পরিবেশনায় সমাজ-ভাবনার প্রতিফলন" শীর্ষক গবেষণায় আলকাপের উদ্ভব, বিকাশ, বিষয়-বৈচিত্র্য, পরিবেশনাসহ এর সামগ্রিক দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা ঐতিহ্যবাহী লোক আঙ্গিকের অন্যতম ধারা আলকাপে সমাজের কোন বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয় তার অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা থাকে বলেই মনে হয়। কোন প্রেক্ষাপটে ও কী উদ্দেশ্যে আলকাপ পরিবেশিত হয় তা উপলব্ধি করলেই এটা সহজেই অনুমেয় যে, সমাজের কোন বিষয়গুলো এখানে স্থান পায় বা সমাজের কোনদিককে ইঙ্গিত করা হয় আলকাপে। বাংলার লোক সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আলকাপের পরিবেশনা জনপ্রিয় আঙ্গিক হিসেবেই দেখা দেয়। গীত, বাদ্য, নৃত্য, সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক ক্রিয়াকর্মে উপস্থাপিত হয় বলে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও এটি সকলের কাছে জনপ্রিয়। হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকের কাছে সমাজের সকল অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরলে তা খুব সহজেই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আলকাপে সমাজের নানাদিক খুব সহজ ভঙ্গিমায় সকলের সামনে উপস্থাপিত হয়। সমাজে ঘটে যাওয়া সকল বিষয়ের যেন সার্থক প্রতিফলন ঘটে আলকাপ গানের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

আল দীন, সেলিম (১৯৯৮), বাঙলা নাট্যকোষ, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

ইসলাম, মাযহারুল (২০০০), ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতঃ আলকাপ গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, মাযহারুল তরু, কৌশিক বড়াল (২০২০), দুই বাংলার লোকসংস্কৃতি আলকাপ, আপন প্রকাশ, ঢাকা।

ঘোষ, দিলীপ (১৯৮৫), বাংলার লোকনাট্যঃ আলকাপ, পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (১৯৯৫), বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

জাকারিয়া, সাইমন (২০০৮), বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হিমেল, লায়লা ফেরদৌস (২০১৮), ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আলকাপে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রয়োগশৈলী, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

লিপন, সাইদুর রহমান (২০১০), বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

[**Abstract :** This paper examines Alkap Gan, a traditional folk theatre form rooted in the Chapainawabganj district of the Rajshahi region in northwestern Bangladesh, with cultural links extending to West Bengal, India. Widely performed during social and religious occasions such as Durga Puja, Kali Puja, fairs, and weddings, Alkap combines song, dance, and dialogue to present satirical and humorous reflections on social life. Despite its entertainment value, Alkap serves a deeper function by portraying various aspects of society, including contradictions, inequalities, and lived experiences, in a simple and accessible manner. The study, titled & quot; Reflection of Social Thought in Alkap Song Performance, & quot; explores the genre’s origin, evolution, thematic diversity, and performative style to uncover how social commentary is embedded in this folk tradition. The paper highlights Alkap`s role as a cultural artefact and a mirror of societal thought and behavior through qualitative analysis.]